بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৬ জানুয়ারি ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘানা

MAKHZAN
TASAWEER
IMAGE LIBRARY

"আমি প্রত্যাশা রাখি যে, ঘানা লাজনা বিশ্বের অন্যতম সেরা লাজনা সংগঠনগুলোর একটিতে পরিণত হবে"
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ

২৪ জানুয়ারি ২০২১ লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসলিম নারী সংঘ) ঘানার ন্যাশনাল মজলিস-এ-আমেলার (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ন্যাশনাল আমেলা সদস্যাগণ আক্রার বুস্তান-এ-আহমদ-এ অবস্থিত *ওহাব আদম এমটিএ স্টুডিওস* থেকে যোগদান করেন।

সভাতে, হুযূর আকদাস লাজনা সদস্যাদের বিভিন্ন দায়িত্বের বিষয়ে উল্লেখ করেন এবং তাদের বিভাগীয় কার্যক্রমের উন্নয়নে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

একজন আমেলা সদস্যা লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘানার প্রতি হুযূর আকদাস কী প্রত্যাশা রাখেন সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন:

"যে-সব বিষয় আমি প্রত্যাশা করি সেগুলো হলো, আপনাদের শতভাগ লাজনা সদস্যার উচিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করা। আপনাদের প্রতি আমার প্রত্যাশা এই যে, আপনাদের শতভাগ লাজনা সদস্যা প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবেন। আমি আশা রাখি যে, অন্তত ৫০ শতাংশ লাজনা সদস্যা ধর্ম-প্রচার ও প্রসার (তবলীগ) কর্মকাণ্ডে জড়িত হবেন। আমি আশা করি যে, শতভাগ লাজনা সদস্যাই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর কিছু

MAKHZAN
TASAWEER
IMAGE LIBRARY

সংখ্যক পুস্তক অধ্যয়ন করবেন। আমি আশা করি যে, সকল বিবাহিতা লাজনা সদস্যা তাদের সন্তানদেরকে এমনভাবে তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) প্রদান এবং লালন-পালন করবেন, যেন তারা উত্তম আহমদীতে পরিণত হবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“আমি আশা করি যে, সকল নাসেরাত সদস্যা নিয়মিত নামায আদায় করবে এবং নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং তাদের ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কী প্রত্যাশা করেছিলেন, তা জানার চেষ্টা করুন। সেটা হচ্ছে, আমাদের ধার্মিকতা এবং তাক্ওয়ার মানোন্নয়ন করা। আমি আশা করি যে, সকল লাজনা সদস্যা, ‘লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ’ — এই আদর্শবাণী অনুসরণ করবেন। সুতরাং, এগুলো হলো আমার কতিপয় প্রত্যাশা এবং আপনারা যদি এগুলো অর্জন করতে পারেন, তবেই আপনারা বিশ্বের অন্যতম সেরা লাজনাতে পরিণত হতে পারবেন। আমি আশা করি যে, ঘানা লাজনা বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি লাজনা সংগঠনে পরিণত হতে পারবে।”

বিশ্ব যেন আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে পারে, এ জন্য আহমদী মুসলমানদের কীভাবে দোয়া করা উচিত— এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে প্রথমে স্বয়ং নিজেদের সংশোধন করা,পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে প্রদত্ত শিক্ষা ও আদেশাবলীর অনুসরণ করা এবং নিজে একজন ভাল মুসলমানে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করা। আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে। আমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের সেজদাতে একনিষ্ঠভাবে দোয়া করতে হবে যে, ‘হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, আমাদেরকে বিশ্বযুদ্ধের যাতনা থেকে রক্ষা করো। এ ছাড়াও এই করোনাভাইরাসের মন্দ প্রভাব-সহ অন্যান্য সকল মন্দ বিষয় থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো, যেন পৃথিবী আমাদের জন্য শান্তির স্থানে পরিণত হয়।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“সুতরাং, আমাদের প্রথমে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে, আমাদের অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সকল আদেশ মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। যদি আমরা এগুলো করি,

ইনশা'আল্লাহ্, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সকল কষ্ট দূর করে দিবেন এবং তিনি এই পৃথিবীকে জান্নাতপ্রতীম শান্তিরনীড়ে পরিণত করে দিবেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এটাও বলেন যে, এই পৃথিবীতেই তোমরা বেহেশ্‌ত গড়ে তুলতে পার এবং এটা শুধুমাত্র তখনই অর্জিত হবে যখন তোমরা মহান আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করবে।"

আমেলা সদস্যাদের একজন প্রশ্ন করেন, কীভাবে তারা লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যাদের মাঝে শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিত করতে পারবেন।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘানার উচিত, সকল আহমদী মুসলমান মেয়েদের সাক্ষরতা এবং যথাযথ শিক্ষা নিশ্চিত করা। উপরন্তু, যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী, তাদের এক্ষেত্রে সুযোগ থাকা উচিত।

MAKHZAN
e
TASAWEER
IMAGE LIBRARY

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"নাসেরাত সেক্রেটারির [৭-১৫ বছর বয়সী আহমদী বালিকা ও কিশোরীদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারি] লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত যে, তিনি নিশ্চিত করবেন যে, সকল নাসেরাত অন্তত তাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করবে। যখন মেয়েরা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌তে যোগদান করে, তখন সেক্রেটারি উমুর-এ-তালিবাত (আহমদী ছাত্রী সঙ্ঘ)-এর উচিত হবে তাদের মধ্যকার বিভিন্ন প্রতিভা সনাক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো। তাদেরকে উন্নত ও উচ্চশিক্ষা লাভের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি কোনো আর্থিক বাধা বা অন্য কোনো সমস্যার কারণে তারা তা করতে সক্ষম না হন, তাহলে আমাদের উচিত তাদেরকে সাহায্য করা, যেন এমনকি একটি মেয়েরও প্রতিভা ও সম্ভাবনাও বিনষ্ট না হয়।"